তথ্যবিবরণী                                                                                             নম্বর: ২১৫৪

**দেশের স্থলবন্দরগুলো স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে**

**-- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা**,** ৩১ জ্যৈষ্ঠ (১৪ জুন):

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, দেশের স্থলবন্দরগুলো স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। ২০০১ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ গঠনের মাধ্যমে আন্তঃদেশীয় বাণিজ্যে এক নতুন যুগের সূচনা করেন। তাঁর সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্তের ফলে প্রতিবেশী দেশ ভারত, নেপাল, ভুটান ও মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যের অপার সম্ভাবনার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে ১৫টি স্থলবন্দর ইতোমধ্যে চালু করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৯টি স্থলবন্দরের অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’ প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে ২০৩০ সাল নাগাদ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে (রূপসী বাংলা গ্রান্ড বলরুম) ‘এক্সিলারেটিং ট্রান্সপোর্ট এন্ড ট্রেড কানেকটিভিটি ইন ইস্টার্ন সাউথ এশিয়া (একসেস)’ প্রকল্পের লাঞ্চ ইভেন্টে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সড়ক পথে বাণিজ্য সহজীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কাস্টমস, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানে একসেস প্রকল্পটির মাধ্যমে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের জন্য সর্বমোট ৭৫৩ দশমিক ৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ সহায়তা প্রদান করছে। এতে বাংলাদেশ সরকারের ৬৪৬ দশমিক ৪৫ কোটি টাকাও যোগ হবে। ঋণ সহায়তার মধ্যে বাংলাদেশে স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের বেনাপোল, ভোমরা ও বুড়িমারী স্থলবন্দর ৩টির সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নে ২৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থাৎ ২ হাজার ৮১০ কোটি টাকার কাজ অন্তর্ভুক্ত আছে।

ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এর সাউথ এশিয়ার প্র্যাকটিস ম্যানেজার (ট্রান্সপোর্ট) ফি ডেং এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব শরিফা খান, সড়ক যোগাযোগ এবং মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব নীলিমা আক্তার, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এর ভাইস প্রেসিডেন্ট (ইনফ্রাসটাকচার) গোয়াংঝি চেন এবং একসেস এর সিনিয়র ট্রান্সপোর্ট স্পেশালিস্ট ও টাস্ক টিম লিডার এরিক নোরা।

#

জাহাঙ্গীর/রাহাত/রফিকুল/সেলিম/২০২৩/২২৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                             নম্বর: ২১৫৩

**প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের ফলে কর্ম জগতের ধারণা পাল্টে যাচ্ছে**

**--শিক্ষামন্ত্রী**

ঢাকা**,** ৩১ জ্যৈষ্ঠ (১৪ জুন):

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের ফলে কর্ম জগতের ধারণা পাল্টে যাচ্ছে। অন্যদিকে দক্ষতানির্ভর নতুন নতুন কাজের বাজার তৈরি হচ্ছে। তিনি বলেন, গতানুগতিক অনার্স, মাস্টার্স পাশ জনগোষ্ঠীর সকলকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সরকারের একার পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাই আনুষ্ঠানিক লেখাপড়া শেষ করা কর্মশক্তিকে দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে কারিগরি শিক্ষায় বয়সের বাধা তুলে দেয়া হয়েছে। কারিগরি শিক্ষাকে জীবনব্যাপী ও ক্রমাগত নবায়ন করার চেষ্টা করে যাচ্ছে সরকার।

মন্ত্রী আজ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে ‘কারিগরি শিক্ষা বোর্ড মেধাবৃত্তি-২০২৩’ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

ডা. দীপু মনি বলেন, শিক্ষাক্রমের রূপান্তর শুরু হয়েছে যার ফলে বদলে যাচ্ছে শিখন-শিক্ষণের ধরণ এবং শিক্ষার্থীরা পরিবর্তিত শিক্ষাক্রম সানন্দে গ্রহণ করেছে। মুখস্ত নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে শিক্ষার্থীরা সৃজনশীলতা চর্চার অবারিত সুযোগ পাচ্ছে। তিনি বলেন, দেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবঞ্চিত যেসব ব্যক্তি নিজের চেষ্টায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করেছে তাদের অর্জিত দক্ষতাকে সনদায়নের ব্যবস্থা করা হবে যাতে তারা দেশে-বিদেশে অধিক মজুরি পেতে পারে।

শিক্ষামন্ত্রী আরো বলেন, কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হবে। এছাড়া কারিগরি ধারার শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।

অনুষ্ঠানে কারিগরি শিক্ষার ৩৮২ জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব মোঃ কামাল হোসেন, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ মহসিন, বোর্ডের চেয়ারম্যান আলী আকবর খান ও বোর্ডের সচিব আবদুল্লাহ মাহমুদ জামান।

#

জাহিদ/রাহাত/রফিকুল/শামীম/২০২৩/২১৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                  নম্বর: ২১৫২

**দেশে কোরবানির পশুর কোনো সংকট নেই**

**-মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

ঢাকা**,** ৩১ জ্যৈষ্ঠ (১৪ জুন):

দেশে কোরবানির পশুর কোনো সংকট নেই। এ বছর কোরবানির পশুর সম্ভাব্য চাহিদা ১ কোটি ৩ লাখ ৯৪ হাজার ৭৩৯টি। সে হিসেবে এ বছর ২১ লাখ ৪১ হাজার ৫৯৪ টি পশু উদ্বৃত্ত রয়েছে বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।

আজ সচিবালয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আসন্ন ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে কোরবানির পশুর চাহিদা নিরূপণ, সরবরাহ এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কোরবানির পশুর অবাধ চলাচল ও পরিবহণ নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে মন্ত্রী একথা জানান।

এ সময় মন্ত্রী জানান, এ বছর কোরবানিযোগ্য মোট গবাদি পশুর সংখ্যা ১ কোটি ২৫ লাখ ৩৬ হাজার ৩৩৩ টি, যা গত বছরের চেয়ে ৪ লাখ ১১ হাজার ৯৪৪ টি বেশি। এর মধ্যে ৪৮ লাখ ৪৩ হাজার ৭৫২ টি গরু-মহিষ, ৭৬ লাখ ৯০ হাজার ছাগল-ভেড়া এবং ২ হাজার ৫৮১ টি অন্যান্য প্রজাতির গবাদি পশু। কোরবানিযোগ্য পশুর মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৮ লাখ ৯৫ হাজার ৪৫৪ টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ২০ লাখ ৫৩ হাজার ১২৮ টি, রাজশাহী বিভাগে ৪৫ লাখ ১১ হাজার ৬১৪ টি, খুলনা বিভাগে ১৫ লাখ ১১হাজার ৭০৮ টি, বরিশাল বিভাগে ৪ লাখ ৯৩ হাজার ২০৬ টি, সিলেট বিভাগে ৪ লাখ ১০ হাজার ২২৫টি, রংপুর বিভাগে ১৯ লাখ ৬২ হাজার ৯৫১ টি এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ৬ লাখ ৯৮ হাজার ৪৭ টি গবাদিপশু রয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, এবারও দেশে উৎপাদিত গবাদি পশু দিয়েই কোরবানির চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে। অবৈধ উপায়ে পশু বিদেশ থেকে আসলে দেশের খামারে যারা পশু উৎপাদন করছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ বিষয়গুলো কঠোরভাবে দেখা দরকার। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। কোনোভাবেই গবাদি পশু অবৈধ অনুপ্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। তিনি বলেন, কোরবানির হাটে এ বছর রোগাক্রান্ত বা অসুস্থ পশু বিক্রি করতে দেওয়া হবে না। এ লক্ষ্যে গতবছরের ন্যায় এবারও সারা দেশে পশুর হাটে ভেটেরিনারি মেডিকেল টিম কাজ করবে। তিনি বলেন, অন্যান্য বছরের মতো এবারও রেলে কোরবানির গবাদি পশু পরিবহণ করা হবে। যে অঞ্চলে গবাদি পশুর উৎপাদন বেশি সে অঞ্চল থেকে যে অঞ্চলে উৎপাদন কম সে অঞ্চলে রেলের মাধ্যমে পশু পরিবহণ করা যায়। এক্ষেত্রে রেল কম খরচে পশু পরিবহণের সুযোগ করে দেবে। দেশের সর্বত্র যাতে কোরবানির পশু পর্যাপ্ত থাকে সে অনুযায়ী পশু পরিবহণের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে।

খামারিরা যাতে পছন্দ অনুযায়ী হাটে কোরবানির পশু বিক্রি করতে পারে এবং জোর করে কেউ পথে পশু নামাতে না পারে সেজন্য খামারিরা চাইলে ৯৯৯ এ যোগাযোগ করতে পারবে। স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে- যোগ করেন মন্ত্রী।

মন্ত্রী আরো বলেন, কেউ খামারে, খামারি নিজ বাড়ি থেকে কিংবা হাটে আনার পথে পশু বিক্রি করলে তার কাছ থেকে ইজারাগ্রাহক জোর করে চাঁদা বা হাসিল আদায় করতে পারবে না। তবে রাস্তায় হাট বসানো যাবে না। এছাড়া ডিজিটাল হাটের মাধ্যমেও পশু বিক্রি করা যাবে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নাহিদ রশীদ, অতিরিক্ত সচিব নৃপেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, এ টি এম মোস্তফা কামাল ও মোঃ আব্দুল কাইয়ূম, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. মোঃ এমদাদুল হক তালুকদারসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের প্রতিনিধিগণ সভায় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাগণ সভায় ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন।

#

ইফতেখার/রাহাত/মোশারফ/রফিকুল/শামীম/২০২৩/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর: ২১৫১

**মাশরুম চাষ ছড়িয়ে দিতে পারলে দেশে দারিদ্র্য থাকবে না- কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা**,** ৩১ জ্যৈষ্ঠ (১৪ জুন):

কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, মাশরুম খুবই সম্ভাবনাময়। এটি খুবই পুষ্টিকর, যাতে প্রোটিন আছে ২২ ভাগের মতো। যেখানে চালে শতকরা ৮ ভাগ, গমে প্রায় ১২ ভাগ প্রোটিন রয়েছে। এছাড়া এটি অর্থকরী ফসল।

মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের আমলে দারিদ্র্যের হার আমরা শতকরা ৪০ ভাগ থেকে ১৮ ভাগে আর চরম দারিদ্র্যের হার ১৮ ভাগ থেকে ৬ ভাগে নামিয়ে এনেছি। মাশরুমের চাষ ব্যাপক হারে ছড়িয়ে দিতে পারলে দেশে কোনো দারিদ্র্য থাকবে না। তাছাড়া আগামী ৩-৫ বছরের মধ্যে আমরা মাশরুম বিদেশে রপ্তানি করতে পারব।

আজ রাজধানীর ফার্মগেটে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) মিলনায়তনে মাশরুম চাষের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ বিষয়ক জাতীয় সেমিনারে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। দেশের প্রত্যেক উপজেলার কৃষি কর্মকর্তাদেরকে ২০০-৩০০ মাশরুম উদ্যোক্তা তৈরির জন্য এসময় নির্দেশ দেন মন্ত্রী।

ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ৬ সদস্যের বিবৃতি প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, তাদের বিবৃতিটি দেখে মনে হয়েছে, বিএনপি বিবৃতি দিয়েছে। এটি বিএনপির ইইউ শাখার বিবৃতির মতো হয়েছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও আদিবাসীরা আওয়ামী লীগের আমলে সবচেয়ে বেশি নিরাপদ থাকে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ইইউ পার্লামেন্টের ৬ জন সদস্যের এই বিবৃতি ভিত্তিহীন ও অনাকাঙ্ক্ষিত।

সেমিনারে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বাদল চন্দ্র বিশ্বাসের সভাপতিত্বে গেস্ট অব অনার হিসেবে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ মাসুদ করিম, বিশেষ অতিথি হিসেবে বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান শেখ মোঃ বখতিয়ার, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া বক্তব্য রাখেন। আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবু সালেহ মোস্তফা কামাল, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক হামিদুর রহমান, সাবেক অতিরিক্ত পরিচালক নিরদ চন্দ্র সরকার প্রমুখ।

পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্পের পরিচালক আখতার জাহান কাঁকন জানান, মাশরুম চাষ সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয় করতে পারলে তা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বড় ভূমিকা রাখতে পারবে। দেশে বর্তমানে প্রায় ৪০-৪১ হাজার মেট্রিক টন মাশরুম প্রতি বছর উৎপাদন হচ্ছে যার আর্থিক মূল্য প্রায় ৮০০ কোটি টাকা। বাংলাদেশ থেকে বিশ্বের অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ অনেক দেশেই মাশরুম রপ্তানির সুযোগ রয়েছে। চাষীরা শুকনা ওয়েসটার মাশরুম রপ্তানী শুরু করেছে যার অনেক চাহিদা আছে। এসব শুকনা মাশরুম দুবাই, মালয়েশিয়া ও সিংগাপুরসহ বিভিন্ন দেশে চাহিদা আছে। শিক্ষিত বেকার যুবক, যুবতিদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি করতে পারলে মাশরুমের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার সৃস্টি হবে।

সেজন্য, মাশরুমের চাষ সম্প্রসারণ ও খাবার হিসেবে জনপ্রিয় করতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মাশরুম চাষের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ২০২৩-২৭ পর্যন্ত ৫ বছর মেয়াদি এ প্রকল্পের মোট বাজেট ৯৬ কোটি টাকা।

#

কামরুল/পাশা/রাহাত/মোশারফ/রফিকুল/শামীম/২০২৩/১৯৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৫০

**সিদ্ধান্ত প্রদান ও বাস্তবায়নের দক্ষতা অর্জন করতে হবে**

**--- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব**

ঢাকা, ৩১ জ্যৈষ্ঠ (১৪ জুন):

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব ফরিদ আহাম্মদ বলেছেন, সরকারি কর্মচারীদের, দ্রুত ও সঠিক সিদ্ধান্ত দেয়ার যোগ্যতা এবং সেটি বাস্তবায়নের দক্ষতা অর্জন করতে হবে। কারণ এর ওপর জনসেবা ও দেশের উন্নয়ন অনেকাংশেই নির্ভরশীল।

তিনি বলেন, দায়িত্ব পালনে সততা, নিষ্ঠা, দেশপ্রেম, ন্যায়পরায়নতা ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত করতে হবে এবং কর্মক্ষত্রের প্রতিটি ধাপে সৃষ্টি করতে হবে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা। পূর্বসূরিরা জীবনের বিনিময়ে একটি স্বাধীন স্বদেশ উপহার দিয়ে গেছেন। এখন এই প্রিয় মানচিত্রকে এগিয়ে নেয়ার দায়িত্ব আমাদের।

সচিব আজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ২০২২-২৩ অর্থবছরে শুদ্ধাচার পুরস্কার বিতরণ এবং ২০২৩-২৪ এর এপিএ (এনুয়েল পারফরম্যান্স এগ্রিম্যান্ট) স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয় ও দপ্তরসমূহের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

তুহিন/পাশা/মোশারফ/জয়নুল/২০২৩/২১০০ঘণ্টা

 তথ্যবিবরণী                                                                                       নম্বর: ২১৪৯

**কোরবানি পশুর বর্জ্য দ্রুততম সময়ে অপসারণে সকল উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে**

**-- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩১ জ্যৈষ্ঠ (১৪ জুন):

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, পশু কোরবানি এবং দ্রুততম সময়ে পশুর বর্জ্য অপসারণে সকল সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা ও উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদ বিভিন্ন ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। এছাড়াও নির্দিষ্ট স্থানের বাইরে যাতে পশুর হাট না বসে এবং তা জনজীবনে কোনো প্রকার অসুবিধার সৃষ্টি না করে তা নিশ্চিত করতে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানান মন্ত্রী।

আজ স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষে পবিত্র ঈদুল আজহা, ২০২৩ উপলক্ষ্যে জাতীয় ঈদগাহ প্রস্তুতি, পশুর হাট ব্যবস্থাপনা, নির্দিষ্ট স্থানে পশু কোরবানি এবং দ্রুত বর্জ্য অপসারণ নিশ্চিতকল্পে প্রস্তুতি পর্যালোচনামূলক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় সভাপতিত্ব শেষে গণমাধ্যম কর্মীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরদানকালে এসব ‍কথা বলেন। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম, বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সাদিক আবদুল্লাহ, সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মুহম্মদ ইবরাহিম। এছাড়াও সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা এ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন, কোরবানি পশুর বর্জ্য সূর্যাস্তের পূর্বেই সংগ্রহ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করতে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে কাউন্সিলরদের নেতৃত্বে সচেতনতামূলক কমিটি করা হয়েছে, ‍যাতে কোরবানি পশুর রক্ত ও বর্জ্য যত্রতত্র না ফেলা হয়। জনগণ উদ্বুদ্ধ ও সচেতন হলে এবং সহযোগিতা করলে কোরবানির পশুর বর্জ্য অপসারণ ও সংগ্রহ করা সহজ হয় বলেও জানান তিনি।

মোঃ তাজুল ইসলাম আরো বলেন, পশুর হাট যেন ডেংঙ্গু ছড়ানোর উৎস না হয় সেজন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি বলেন, কোরবানি পশুর হাটে জাল টাকা শনাক্তকরণে প্রয়োজনীয় মেশিন স্থাপনে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান। এছাড়াও মোবাইল ফিন্যানশিয়াল মাধ্যমে লেনদেন করার জন্য সকল আয়োজন রাখা হবে।

ছাদ বাগান বিষয়ক সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী জানান, নির্দিষ্ট মানদন্ড অনুসরণ করে ছাদে বাগান এবং সবজি চাষ করাকে উৎসাহিত করার জন্য সকল সিটি কর্পোরেশনভুক্ত এলাকায় বাড়ির হোল্ডিং ট্যাক্সে ১০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে।

#

টিপু/পাশা/মোশারফ/লিখন/২০২৩/১৮১৬ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৪৮

**সরকার বাংলাদেশকে একটি স্মার্ট রাষ্ট্র গঠনে সচেষ্ট**

ঢাকা, ৩১ জ্যৈষ্ঠ (১৪ জুন):

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী (বীরপ্রতীক) বলেছেন, সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ-স্মার্ট রাষ্ট্রে উন্নীতকরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সুশাসন সংহতকরণে সদা সচেষ্ট। এজন্য একটি কার্যকর, দক্ষ এবং গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা গঠনে সরকার কাজ করছে।

বস্ত্র ও পাট সচিব মোঃ আব্দুর রউফ এর সাথে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থা প্রধানগণ আগামী ১ জুলাই ২০২৩ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আজ এ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দসহ দপ্তর ও সংস্থার প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

চুক্তি সম্পাদন সভায় মন্ত্রী বলেন, স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য দপ্তর ও সংস্থাসমূহে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো প্রধানমন্ত্রীর নিদের্শনা বাস্তবায়ন এবং এর মাধ্যমে সফলতার সাথে দ্রুতগতিতে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি), ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ডেল্টাপ্লান এবং সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক ঘোষিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

মন্ত্রী আশা করেন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) প্রত্যেককে কর্মমুখী সংস্কৃতির দিকে ধাবিত করবে। যার মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত হতে সাহায্য করবে। এতে প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের আধুনিক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়া আরো বেগবান হবে।

মন্ত্রী বস্ত্র ও পাট খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সব দপ্তর ও সংস্থা প্রধানকে চাহিদাভিত্তিক ও যৌক্তিক প্রকল্প প্রণয়নের পরামর্শ দেন। এছাড়াও তিনি প্রত্যেককে তার নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করে বস্ত্র, রেশম, তাঁত ও পাট শিল্পের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে কার্যকর ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।

#

সৈকত/পাশা/মোশারফ/জয়নুল/২০২৩/১৮৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                  নম্বর: ২১৪৭

**কোভিড-১৯** **সংক্রান্ত** **সর্বশেষ** **প্রতিবেদন**

  ঢাকা**,** ৩১ জ্যৈষ্ঠ (১৪ জুন):

           স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে আজ বুধবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৩৪ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৯ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ। এ সময় ১ হাজার ৪৮৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে ১ জন মারা গেছে। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৫৩ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ৭ হাজার ৮৫ জন।

                                                       #

সুলতানা/পাশা/মোশারফ/শামীম/২০২৩/১৮২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৪৬

**স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের ১৫ ও ১৭ জুনের মৌখিক পরীক্ষাসমূহ স্থগিত**

ঢাকা, ৩১ জ্যৈষ্ঠ (১৪ জুন):

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের ১৩ ক্যাটেগরির ৬১টি শূন্যপদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে ১৫ ও ১৭ জুনের মৌখিক পরীক্ষাসমূহ অনিবার্য কারণবশত স্থগিত করা হয়েছে।

মৌখিক পরীক্ষার নতুন তারিখ পরে জানানো হবে।

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/মোশারফ/জয়নুল/২০২৩/১৬৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                               নম্বর : ২১৪৫

**শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ অনন্য উচ্চতায় চলে গেছে**

**--নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩১ জ্যৈষ্ঠ (১৪ জুন) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ অনন্য উচ্চতায় চলে গেছে । সেটি বিশ্বের পরাশক্তিদের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বঙ্গবন্ধুর সময়েও পরাশক্তিরা বাংলাদেশকে নিয়ে চিন্তা করেছে। অন্য সরকারের সময় পরাশক্তিরা বাংলাদেশকে হাতের পুতুল মনে করত ।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় হোটেল সোনারগাঁওয়ে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের ২২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ২০০১ সালের অক্টোবরের নির্বাচনের পর দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কোনো শ্রেণি পেশার মানুষের নিরাপত্তা ছিল না। স্থলবন্দরগুলো দলীয়করণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যক্তি বিশেষের হাতে চলে যায়। রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা শুল্ক স্টেশনগুলোর সুবিধার কথা চিন্তা করে সীমান্তে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে এবং ব্যবসায়ীদের সুবিধার লক্ষ্যে ২০০১ সালের ১৪ জুন বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সীমান্তে স্থিতিশীলতা এনে দিয়েছেন। গত ২২ বছরে ১৫ টি স্থলবন্দর চালু হয়েছে, আরো নয়টি স্থলবন্দরের অবকাঠামোগত উন্নয়ন চলছে। স্মার্ট স্থলবন্দর, স্মার্ট সেবা, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃষ্টিভঙ্গি। দিনাজপুরে বিরল ও রাঙ্গামাটির তেগামুখ স্থলবন্দরের উন্নয়নে চ্যালেঞ্জ আছে; সেগুলো সমাধানের পথ পেয়েছি, ভারতের সাথে আলোচনা করে সমাধান করা হচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ ও সাহসী নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি, কারো কাছে মাথানত করার জন্য নয়। ৭৫ এ বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করার পর বাংলাদেশ তাবেদারি রাষ্ট্র পরিণত হয়েছিল। বর্তমানে সে অবস্থা নেই। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়ন আমাদেরকে গর্ব ও অহংকারের জায়গায় নিয়ে গেছে। বাংলার মানুষ তাঁর সাথে আছে এবং থাকবে।

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মোঃ আলমগীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান সিনিয়র সচিব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোস্তফা কামাল, অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক (এসবি) মোঃ মনিরুল ইসলাম এবং বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের সদস্য মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর।

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/মোশারফ/শামীম/২০২৩/১৬৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                       নম্বর : ২১৪৪

**কারিগরি শিক্ষাকে সুলভ ও আকর্ষণীয় করার চেষ্টা করছে সরকার**

**-শিক্ষামন্ত্রী**

ঢাকা, ৩১ জ্যৈষ্ঠ (১৪ জুন) :

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, সাধারণ শিক্ষার্থীদের কর্ম বাজারের উপযোগী করতে কারিগরি শিক্ষাকে সুলভ ও আকর্ষণীয় করার চেষ্টা করছে সরকার। তাই দেশের প্রতিটি উপজেলায় কমপক্ষে একটি করে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হচ্ছে। সাধারণ ধরার শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক দক্ষতা দেয়ার জন্য শিক্ষাক্রমে কারিগরি কোর্স অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।

মন্ত্রী আজ রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনষ্টিটিউটে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ-২০২৩ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন।

দীপু মনি বলেন, দেশের সাধারণ জনগণের নিকট কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এর ভূমিকা তুলে ধরার পাশাপাশি এ শিক্ষা নিয়ে নিবিরভাবে কাজ করা সরকারি-বেসরকারি ও বিদেশি সংস্থার মধ্যে কার্যকর সমন্বয় বাড়াতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। তিনি আরো বলেন, শিল্প-কারখানা ও ইন্ডাস্ট্রির চাহিদা অনুযায়ী কারিগরি শিক্ষানীতি, কারিকুলাম প্রণয়ন ও জব ম্যাচিং করে কারিগরি শিক্ষাকে আরো কর্মমুখী করতে উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

এর আগে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে একটি বর্ণাঢ্য র‌্যালির আয়োজিত হয়। শিক্ষামন্ত্রীর নেতৃত্বে র‌্যালিটি ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইনষ্টিটিঊট থেকে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে গিয়ে শেষ হয়।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব মোঃ কামাল হোসেনের সভাপতিত্বে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ)’র নির্বাহী চেয়ারম্যান নাসরীন আফরোজ এবং কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: মহসিন।

#

জাহিদ/মেহেদী/রবি/কলি/মাসুম/২০২৩/১৫৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                       নম্বর : ২১৪৩

**মানবস্বাস্থ্যের হুমকি কমাতে প্লাস্টিকের বিকল্প সামগ্রীর ব্যবহার বাড়াতে হবে**

**- পরিবেশ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩১ জ্যৈষ্ঠ (১৪ জুন) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, মানবস্বাস্থ্যের দৃশ্যমান হুমকি কমাতে প্লাস্টিকের টেকসই বিকল্প পরিবেশ বান্ধব পণ্যসামগ্রীর ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এলক্ষ্যে প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারক, বিভিন্ন বাজার সমিতি, পলিথিনের বিকল্প সামগ্রী প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান, পরিবেশবাদী সংগঠনসহ প্রত্যেক নাগরিককে দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করতে হবে। পরিবেশ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও পরিবেশ দূষণ রোধ তথা প্লাস্টিকের ক্ষতিকর প্রভাব মুক্ত দেশ গঠনে দেশের সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

আজ পরিবেশ অধিদপ্তরে ‘সবাই মিলে করি পণ, বন্ধ হবে প্লাস্টিক দূষণ’ শ্লোগানে উদযাপিত ‘বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৩’ এর সমাপন ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, সকল ধরনের প্লাস্টিক ও পলিথিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। এলক্ষ্যে প্রণীত একশন প্লানে ২০২৫ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশ প্লাস্টিক বর্জ্য রিসাইকেল করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০ শতাংশ প্লাস্টিক বর্জ্য হ্রাস করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২৬ সালের মধ্যে ৯০ শতাংশ সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ এবং ২০৩০ সাল নাগাদ প্লাস্টিকের উৎপাদনে ৫০ শতাংশ ভার্জিন ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডক্টর আবদুল হামিদের সভাপতিত্বে সমাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ইকবাল আব্দুল্লাহ হারুন।

পরে শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন, আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক ও শ্লোগান প্রতিযোগিতায় বিজয়ী এবং পরিবেশ মেলায় অংশ্রগ্রহণকারী শ্রেষ্ঠ স্টলের প্রতিনিধিদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

#

দীপংকর/মেহেদী/রবি/কলি/মাসুম/২০২৩/১৩৩৫ ঘণ্টা

Handout Number: 2142

**Indian Ocean Rim Association Committee of**

**Senior Officials’ Meeting kicked off**

Dhaka, 14 Jun :

The 2-day long Indian Ocean Rim Association (IORA) Committee of Senior Officials’ (CSO) Meeting kicked off yesterday in Sylhet. Bangladesh- the current Chair of IORA is hosting the 13th Bi-Annual CSO Meeting of IORA on 13-14 June. Seventy five delegates from 23 IORA Member States and IORA Secretariat are attending the CSO. They will discuss various issues relating to six priority areas and two focus areas of IORA- Maritime Safety & Security; Trade & Investment Facilitation; Fisheries Management; Disaster Risk Management; Tourism & Cultural Exchanges; Academic, Science & Technology Cooperation; Blue Economy and Women’s Economic Empowerment. Other important issues including Institutional Arrangement and Broadening Engagement will also be discussed.

Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen, announced the opening of 13th Bi-Annual CSO through a video message. In his speech, Foreign Minister urged the Member States to push forward for tapping into the tremendous amount of untapped and unexplored potential for growth and requested them to complement each other by more intense interaction, idea-sharing and enhanced cooperation.

Secretary, Maritime Affairs Unit of the Ministry of Foreign Affairs Rear Admiral (retd) Md. Khurshed Alam delivered the opening remarks and chaired the meeting. IORA Secretary General Dr. Salman Al Farisi; Vice-Chair Sudharshan Seneviratne, Sri Lankan High Commissioner to Bangladesh; IORA past chair Mr. Ahmed Albadawi, Acting Deputy Director of Economic and Trade Affairs Department, UAE Ministry of Foreign Affairs also spoke at the opening session.

#

Mohsin/Mehedi/Parikshit/Rabi/Russal/Masum/2023/1010 hour